কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 07 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

ক্লাসের সময় বাড়ানো ও সহশিক্ষা চালুর তাগিদ

ঢাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে প্রশাসনের মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷ শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে বইয়ের চাপ কমিয়ে শিক্ষাজীবনকে আনন্দময় করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন রাজধানীর স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষরা। এ জন্য তাঁরা প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা কার্যক্রম তথা খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চাসহ সেবা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন।

ঢাকা জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে দেশের সাম্প্রতিক উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনের মতবিনিময় সভায় এসব বিষয় উঠে আসে। গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে ঢাকা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগরীসহ ঢাকা জেলার প্রায় ৮৫৪টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রধানরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে নিজেরা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন সেসব উপস্থাপনের পাশাপাশি এ জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে খোলা মনে মতামত ব্যক্ত করেন। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও জঙ্গিবাদী তৎপরতা থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা যেসব বিষয়ে জোর দিয়েছেন এর মধ্যে রয়েছে—প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা ও নজরদারি জোরদার, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বাড়ানো, স্কাউট/গার্ল গাইডস কার্যক্রম গ্রহণ, নৈতিক শিক্ষা প্রদান, হত্যা কিংবা আত্মহত্যা ইসলাম

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

ক্লাসের সময় বাড়ানো

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুমোদন করে না—ইসলামের এই শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচার, ধর্মীয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও কী পড়াচ্ছেন তা নজরদারিতে রাখা, শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, আনুষ্ঠানিকতা নয় সত্যিকারভাবেই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার আয়োজন নিশ্চিত করা, জাতীয় দিবস পালন নিশ্চিত করা, পাবলিক পরীক্ষার সময়, সিলেবাস ও বইয়ের সংখ্যা কমিয়ে ক্লাসের সময় বৃদ্ধি, প্রতিদিনই শপথ ও জাতীয় সংগীত গাওয়া নিশ্চিত করা প্রভৃতি।

সভা শেষে রাজধানীসহ ঢাকা জেলার সব হাই স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদবিরোধী সচেতনতার লক্ষ্যে আগামী ১৩ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে সোয়া ১০টা পর্যন্ত ১৫ মিনিট মানববন্ধন করার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ। বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম, শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন, বিভাগীয় কমিশনার হেলালুদ্দিন আহমেদ, পুলিশ সুপার শাহ্ মিজান শাফিউর রহমান প্রমুখ। সূচনা বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আল-মামুন। সভাপতিত্ব করেন ঢাকার জেলা প্রশাসক সালাউদ্দিন আহমেদ।

নিজের বক্তব্য প্রদানের সময় মিরপুর বাঙলা কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও বাংলাদেশ শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি বদরুল হাওলাদার বলেন, ১৩-১৪টি বইয়ের চাপে শিক্ষার্থীদের জীবন আনন্দহীন হয়ে গেছে, ডাবল শিফট চালু করার কারণে ক্লাসের সময় কমে গেছে—এটা নিয়ে ভাবতে হবে। বিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সরকারের মনিটরিং ও সংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। আগের মতো জেলা প্রশাসকদের ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটিগুলোর দায়িত্ব দিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরিদর্শন বাড়াতে হবে।

মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ সেলিনা শামসি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর লাইব্রেরিগুলোতে নজরদারি বাড়াতে হবে। সঠিক মূল্যবোধের বইগুলো আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে। বনানী বিদ্যানিকেতনের অধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান বলেন, সিলেবাস বেড়েছে, কিন্তু ক্লাসের সময় কমে গেছে। আগে যেখানে দিনে সাত-আট ঘণ্টা পড়ানো যেত এখন ডাবল শিফটের কারণে শিক্ষার্থীরা চার ঘণ্টা থাকছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। এসব নিয়ে ভাবতে হবে, সারা বছরই সহশিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হবে।

হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'মূল্যবোধ শিক্ষার প্রতি জোর দিতে হবে। আমরা শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি প্রতি তিন মাস পর অভিভাবক সমাবেশ করি। অন্যরাও এটা ভাবতে পারেন।'

আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তামিম আহমেদ চৌধুরী বলেন, স্কুল অ্যাসেম্বলির শপথবাক্যের পরিবর্তন এনে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী বাক্য সংযুক্ত করতে হবে। অ্যাসেম্বলির মধ্যেই শিক্ষার্থীদের ভালো-মন্দ কাজের পুরস্কার-তিরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। সিলেবাসের বাহুল্যের জন্য ছাত্রছাত্রীদের মানবিক গুণাবলি বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। সিলেবাসের বাহুল্য কমাতে হবে। বর্তমানে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দীর্ঘদিন ধরে হওয়ায় শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হতাশাগ্রস্ততা বেড়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ে ক্লাব কার্যক্রম শুরু করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো কার্যক্রমে সক্রিয় করতে হবে। শিক্ষাকে আনন্দময় করে তুলতে হবে।

মোহাম্মদপুর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম রফিক বলেন, মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞান মেলার আয়োজনে জোর দিতে হবে। কোরআন-হাদিসে সন্ত্রাসবিরোধী যেসব বক্তব্য আছে তা ব্যানার ও বড় বড় পোস্টারের মাধ্যমে সবাইকে জানাতে হবে।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লা বলেন, 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রোধে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সহশিক্ষা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে হবে। শহীদ মিনারে ফুল দিতে কোনো শিক্ষার্থীকে যদি আমরা উৎসাহিত করতে পারি তাহলে তারা কখনো অন্য পথে পা বাড়াবে না।'

সিদ্ধেশ্বরী কলেজের অধ্যক্ষ কানিজ মাহমুদা বলেন, শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন বাড়াতে হবে।

মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, দেশ যখন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখনই দেশের উন্নয়নের গতি থামিয়ে দিয়ে দেশকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, সুধীসমাজ, সরকারি কর্মচারী ও সংবাদমাধ্যমের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ মোকাবিলা করা হবে।

শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসেন বলেন, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় ছাত্রছাত্রীদের ওপর সচেতন নজরদারি বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। জঙ্গিবাদের মাধ্যমে যারা দেশের উন্নয়ন ব্যাহত করছে তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলার জন্য শিক্ষকরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে পথ দেখাবেন।